দ্বিতীয় ছায়া

পরিচ্ছেদ ১

সাঁকো

দুর্গাদাস আর একটা সিগারেট ধরায়।এই নিয়ে পরপর ছয়টা। ঘন্টা দেড়েক তো হবেই। সাঁকো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে অবস্থিত একটা মাচা। তাতেই বসে আছি আমরা। আমরা বলতে আমি আর দুর্গাদাস । দুজনেই নীরব। ষষ্ঠ সিগারেট শেষ হতেই, আর একটা ধরায় সে। সিগারেটে টান দিয়ে, মাচার চারিপাশে পায়চারি করতে থাকে সে। সাঁকোর জলের দিকে তাকিয়ে আমি দুই একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর ছুঁড়ে দিচ্ছি। তাতে জল থেকে একটা অতিশয় সুন্দর একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। আকাশ আজ ফুটফুটে পরিষ্কার,মেঘের কোনো বালাই নেই। ওই দূরে জঙ্গল ঘেঁষে আকাশে কিছু মেঘের আসর দেখা যাচ্ছে । গোধূলির এই সময়ালগ্নে পুনরায় পাখিরা বাসায় ফিরে আসছে । গ্রাম থেকে যারা জঙ্গলে কাঠ,ঝুড়ি ইত্যাদি নিতে এসেছিল তারাও এই পথ দিয়ে অনেক পূর্বেই বাড়ি ফিরে গেছে। আমরাও এবার উঠলাম। এইবার তিরুপাতার জঙ্গলের শেষ প্রান্তে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শীঘ্রই অন্ধকার নেমে আসবে। সাইকেলের স্ট্যান্ড সরিয়ে যেই দুর্গাদাস প্যাডেলে পা দিয়েছে , সে বলে উঠলো,

"পরিকল্পনাটা ঠিকঠাক মতো কাজ করবে তো?"

বললাম," সবকিছু ঠিক মতো খবর সংগ্রহ করেই পরিকল্পনা করেছি। তুমি বেশি ভেবো না ।"

দুর্গাদাস যদিও এই পরিকল্পনাতে পুরোপুরি সহমত ব্যক্ত করেনি। সে বললো,"যদি সমস্যা হয়,যদি আমরা ধরা পড়ে যায়? তখন কি হবে?"

বললাম ," আমায় কিছুটা সময় দাও। আমি আমি পুরো কাজটা সামলে নেব। "

" অনেক দেরি হলো,বাড়ি ফিরে যাও তুমি। আমি আজ রাতের মধ্যেই কিছু একটা বন্দোবস্ত করে নেবো।" দেখি তার চোখের কোনায় জল। জামার কোনা দিয়ে চোখ মুছতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ পর দুর্গাদাস চলে যায়। সে চিত্রপুর গ্রামে যাবে,ব্যবসায়ী দীনেশবাবুর কাছে। তাঁর থেকে কিছু টাকা ধার নিতে হবে। বাজারে ওষুধপত্রের যা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে । কাজ থেকে পাওয়া মাসিক আয়ের বেশিরভাগই সেই দিকে ব্যয় করতে হয়। চার মাস হলো ,দুর্গাদাস যে অফিসে কেরানির কাজ করতো, সেই অফিস এখন আর নেই বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কিছু মাস ধরে ,খুবই কষ্টে চলছে পরিবার। তার ওপর তার মায়ের খুব ব্যারাম। ডাক্তারবাবু প্রতিমাসে নিয়মিত দুইবার তো আসেনই ,পরীক্ষা করতে। এই মাসে বলেছেন , কিছুটা সুলক্ষণ দেখা গেছে। আশ্বাস দিয়েছেন ,এই ব্যারাম সারতে আরও কিছু মাস সময় লাগবে। দুর্গাদাস চলে গেলেও, আমি তখনও বসে থাকি। বাড়ি ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই।আমারও বোধ হচ্ছিল পরিকল্পনাটা ঠিক যুৎসই হয়নি । বংশী ভাবতে থাকে। সাঁকোর নিচে বয়ে যাওয়া জলের আর পাখিদের কলরব, শীতল আবহাওয়া যেন তার মস্তিষ্ককে ভারী করে ফেলছে।

হাতটা একবার পাশ ফেরাতেই একটা ছোট্ট বাক্স হাতে ঠেকে।

সিগারেটের বাক্সটা তো ভুলেই গেছে সে এখানে। মাচাতে, আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে শুয়ে ,এই সবই ভাবতে ভাবতে , অকস্মাৎ এক বুদ্ধি খেলে যায় তার মস্তিষ্কে। সে এবার উঠে বসে। অশ্বত্থ গাছে ঠেকানো সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা দেয়। যে

পথটা দিয়ে চিত্রপূর গ্রামের দিকে যাওয়া যায়, সেই পথটা না ধরে তার বিপরীত পথটা ধরে। দ্রুত গতিতে চলতে থাকে সাইকেল।

আজ শুক্ল পক্ষের একাদশী। পথের সামনের সারি সারি বৃক্ষের ডাল চিরে উঁকি দিচ্ছে চাঁদ। সেটা যেন তার সাথেই ,তার সাইকেলের সাথে গতি মিলিয়ে চলেছে। ঝিঁঝিঁ পোকা আর ব্যাং এর ডাক এখন খুবই কর্কশ বোধ হচ্ছে। একপ্রকার বিকটাকার শব্দ।।

সাইকেল চলেছে নবীনগঞ্জের দিকে। সাধারণত গ্রামের এই দিকে রাস্তাতে বেশী লোকজন যাতায়াত করে না। পাশেই সংলগ্ন থেকেই শালবন শুরু। শালবনের ধার ঘেঁষে ধানক্ষেত। ক্ষণে ক্ষণে হিমেল হাওয়া বয়ে যায়। সাইকেলের গতি ধীর হয়ে আসে। প্যাডেলে ক্রমশ অধিক চাপ দেয় সে। অবিরাম ভাবে এক ঘণ্টার কাছাকাছি সে পৌঁছে যায় নবীণগঞ্জে। আরও পনেরো মিনিট পর সে হরিহর বাবুর বাড়ির সামনে এসে পড়ে। কিছুটা দূরে একটা ঝোপে ফেলে রাখে সাইকেলটা। ধীর পায়ে এগিয়ে যায় বাড়ির পিছনের বাগানের দিকে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে সে।

কিছু ঘণ্টা পর কাজটা সেরে ফেলে সে। তখন সময় রাত্রি বারোটা বা একটা হবে। বস্তাটা কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে হাত দিয়ে টানার চেষ্টা করে । ব্যর্থ হয়,বংশী আর টানতে পারে না, বস্তাতা যেন মাটিতে কিছুর সংস্পর্শে আটকে গেছে। কাঁধের ব্যাথা একটু বেশিই বোধ হচ্ছে। সহসা পাশের ঝোপের সরসর শব্দে সজাগ হয় সে। চারিদিকে তাকায় একবার । এই নিস্তব্ধ রাত্তিরে দূরের ক্ষেত করে আসা শেয়ালের ডাক ছাড়া আর কিছুই সন্দেহজনক দেখতে বা শুনতে পায়না সে।

বংশী এবার বস্তা টাতে অধিক বল প্রয়োগ করে। অবশেষে সক্ষম হয় সে। মাটির সংস্পর্শে থাকা তীক্ষ্ণাকৃতির পাথরটা বস্তার তলদেশের একটা অংশ চিরে দেয় । সেই অংশে দৃশ্যমান চারটে

আঙুল , বস্তার ভেতরের দমবন্ধ অন্ধকারময় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে ।

বংশী আবার বস্তাটা কাঁধে তুলে নেয়। সেই কতক্ষন থেকে কাঁধে বয়ে নিয়ে আসছে । আরও দুই মিনিট হাঁটার পর সে পৌঁছায় সবে দুইমাস আগে ধনঞ্জয়ের থেকে কেনা জমিতে । উত্তরের দিকের ক্ষেতের কোনা ধরে খুঁড়তে থাকে সে। অবশ্য তাকে বেশি বোয়াতে হয় না। তারপর বস্তা সমেত সেটাকে ফেলে দিয়ে পুনরায় ঢেকে দেয় মাটিতে।

বংশী ফিরে আসে। ঝোপে রাখা সাইকেল নিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য উদ্যত হয় সে। তখনই তাকে দেখতে পায় হিরা। ক্রমশ জোর গলায় তীক্ষ্ণ ভাবে আওয়াজ করতে থাকে। বংশী জোরে সাইকেল চালায়। পুরো ঘটনা সম্বন্ধে কেও কিছু জানতে পারলো না। ব্যতীত দুই। এক হীরা ও দুই বংশীর দ্বিতীয় ছায়া।